পলিসি ব্রিফ
৮৭/ ২০১৯
অক্টোবর ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চায় করণীয়

রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায়পরায়ণভিত্তিক একটি ব্যবস্থা তৈরির প্রত্যাশায় ২০১২ সালে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণীত হয় যেখানে অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টান্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০১৯ সালের ২৩ জুন 'জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার: নীতি ও চর্চা' শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পন্ন করে, যেখানে জনপ্রশাসনে উক্ত কৌশল অনুযায়ী শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট নীতি, চর্চা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণপূর্বক উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণীত হয়েছে।

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা: বর্তমান অবস্থা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ১১টি কৌশলের মধ্যে পাঁচটির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। তবে এসব কৌশলের চর্চা সন্তোষজনক হলেও এগুলো পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। যেমন, যৌক্তিক বেতন কাঠামো এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক উদ্যোগ নেয়া হলেও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শুদ্ধাচার বৃদ্ধির পথে বাস্তব কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সম্প্রতি 'সরকারি চাকরি আইন ২০১৮' প্রণীত হলেও এ আইনে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্রেফতার না করার যে বিধান রাখা হয়েছে তা বৈষম্যমূলক ও সাংবিধানিক চেতনার পরিপন্থী। সরকারি অনেক সেবায় ই-গভর্নেন্স প্রবর্তিত হলেও এখনো মন্ত্রণালয়গুলোতে অ্যানালগ পদ্ধতিতে ফাইল আদান-প্রদান হয়। প্রশিক্ষণ নীতিমালায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষানবিশকালের (দুই বছর) মধ্যে কয়েকটি ক্যাডারের 'ডিপার্টমেন্টাল কোর্স' প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের পর প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমে কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয় না।

এছাড়া রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাবের কারণে কোনো কোনো কৌশলের চর্চা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। যেমন, মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, প্রশিক্ষণ ও সন্তোষজনক চাকরি বিবেচনাক্রমে পদোন্নতির বিধান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা উপেক্ষিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এ উল্লিখিত প্রতি পাঁচবছর অন্তর সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব প্রদান কার্যক্রমটি দীর্ঘদিন চলমান নেই। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত প্রতিবছর সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পদের হিসাব প্রদানের বিষয়টিরও চর্চা নেই। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সময়ক্ষেপণের পাশাপাশি জনপ্রশাসনে প্রায় প্রতি বছরই গড়ে ২০ শতাংশ পদ খালি থাকে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে জনপ্রশাসন সম্পর্কিত তিনটি কৌশলের চর্চা এখনো শুরু হয়নি। যেমন, বার্ষিক কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন বাস্তবায়ন, এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন। 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণীত হলেও আইনটি ব্যবহার করে এখনো কোনো অভিযোগ প্রদানের চর্চা নেই। সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে জ্ঞান ও সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে।

জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার চর্চা প্রতিষ্ঠায় টিআইবির সুপারিশমালা

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯	
১. 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯'-কে শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে হালনাগাদ করা এবং সে অনুযায়ী প্রতিবছর সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পদের হিসাব (আয়কর প্রদানের বাইরে) প্রদান নিশ্চিত করা এবং সম্পদের হিসাব প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট ডিজিটাল কাঠামো তৈরি করা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮	
২. 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-তে সরকারি কর্মচারীদের গ্রেফতার করতে সরকারের অনুমতি রাখার বিধান বাতিল এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ধারা, যেমন ৬(১) ও ৪৫ সংশোধন করা। ৩. 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮'-তে 'সরকারি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করে আইনের সংশোধন করা।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয়
নিয়োগ	
৪. জনপ্রশাসনে প্রায় প্রতি বছরই খালি থাকা গড়ে ২০ শতাংশ পদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ৫. জনপ্রশাসনের ওপরের পদগুলোতে শূন্যপদের বিপরীতে অতিরিক্ত নিয়োগ না দিয়ে নিচের দিকের শূন্যপদগুলো পূরণ করা, যেন প্রশাসনের পিরামিড কাঠামো ঠিক থাকে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
পদোন্নতি	
৬. রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রকার প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মূল্যায়ন-পূর্বক পদোন্নতি নিশ্চিতের চর্চা প্রতিষ্ঠা করা। ৭. প্রশাসন ক্যাডার হতে টেকনিক্যাল বিভাগের উচ্চপদে পদায়ন না করে সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল ক্যাডার থেকে পদোন্নতি প্রদান করা। ৮. পদোন্নতির ক্ষেত্রে সব ক্যাডারের সমান সুযোগ সৃষ্টি ও সকল ক্যাডারের জন্য পদ ভেদে অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা	
৯. সরকারের বিভিন্ন কর্ম ও কর্মবিভাগের উপযোগী করে 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' চূড়ান্ত করে তা কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১	
১০. 'তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' বাস্তবায়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ আইন সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh